টমাস মান

স্বরাজ সেনগুপ্ত

।। এক ।।

বিশ শতকের মনীষা - দৃপ্ত মানবতাবাদী সাহিত্য স্রষ্টা টমাস মানের (১৯৭৬ - ১৯৫৫) মৃত্যুর পর সাতচল্লিশটি বছর কেটে গেল। মান তাঁর দীর্ঘ জীবনে নিরলসভাবে তাঁর সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে গল্পে, উপন্যাসে ও প্রবন্ধেপ্রকাশ করেছেন। জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করলেও দেশ - কালের সীমানা ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে স্বাধিকার - সচেতন মানুষের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর বিপুল সৃষ্টির মূল্যায়ন একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধেদুরূহ এবং দুঃসাধ্য। আমরা মানের একটি বিশেষ রচনার উপরে আমাদের আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করে তাঁর মনীষার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব এবং তাঁকে স্মরণ করার প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করব।

মান তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন চিন্তাশীলতা ও একাগ্রতা এবং মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা। ল্যুবেক শহরে মানের জন্ম, কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাস করেন মিউনিখে। মাঝে অল্পকাল তিনি ইতালির প্যালেস্তিনাতে কাটান। ১৮৯৮ সালে একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস। 'বুডেন ব্রুকস' (১৯০১) তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল'টোনিও ক্লোয়েমার (১৯০৩), 'রয়াল হাইনেস' (১৯০৯০, 'ডেথ ইন ভেনিস' (১৯১২)। যুদ্ধের সময় তিনি জার্মানজাতীয়তাবাদকে সমর্থন ক'রে এবং 'রিফ্লেকশনস্ অব এ ননপলিটিক্যাল ম্যান' লিখে দাদা প্রখ্যাত সাহিত্যিক হেসরিখ মানের বিরাগভাজন হন। এর আগে ১৯০৫ সালে মিউনিখে এক সংস্কৃতিসম্পন্ন অধ্যাপকের কন্যাকে বিয়ে করেন। ১৯২৪ সালে 'ম্যাজিক মাউন্টেন' লিখে রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৯ সালে তাঁক নোবেল পুস্কার দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে 'ম্যারিও এন্ড দ্য ম্যাজিসিয়ন' লিখে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরোধিতা করেন এবং এই সরকারের কুনজরে পড়েন। হিটলারের ক্ষমতা লাভের পর তাঁকে জার্মাণির বাস তুলে দিতে হয়। পাঁচ বছর সুইজারল্যান্ডের জুরিখে কাটানোর পর তিনি অ ামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং সেখানে প্রায় পনের বছর (১৯৩৮ - ১৯৫২) প্রিন্সটন বিশ্বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন; এখানে তিনি ছিলেন ইওরোপীয়দের মধ্যমণি। তিরিশ চল্লিশ দুই দশকে তাঁর লখা বিখ্যাত বইগুলি 'জোসেফ' (উপন্যাস চতুষ্টয়), 'লট ইন ভাইমার' (১৯৩৯) এবং 'ডক্টর ফস্টাস' (১৯৪৭)। ১৯৫১ সালে লেখেন ছোট উপন্যাস 'হোলি সিনার'। ১৯৫২ সালে মান সুইজারল্যান্ডেচলে আসেনএবং তাঁর প্রথম জীবনের অসমাপ্ত বই 'দ্য কনফেশন্স অব ফেলিক্স ব্রুল' লিখতে শু করেন প্যারোডিকে ব্যবহার করে। তাঁর শেষ লেখা 'ব্ল্যাক সোয়ন'। ১৯৫২ সালে জুরিখ হ্রদের পাশে অবস্থিত বাসভবনে তিনি মারা যায়। এই নিবন্ধে 'ম্যাজিক মাউন্টেন' উপন্যাসেরই অতি সংক্ষেপে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

।।দুই ।।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মান বুদ্ধিজীবীরা শোপেনহাওয়ারের স্তর অতিত্রম করে নীটশের হাত ধরেফ্যাসিবাদের দিকে এগিয়ে যায়, মান ক্ষয়িষ্ণুতার যুগের মুখোমুখি হন। ইওরোপীয় শক্তির বিদ্ধে জার্মান জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করলেও তিনি শিল্পী সিহাবে মানবিক মূল্যবোধের অন্বেষণ করছিলেন অবক্ষয়কে খবার জন্য। তাঁরলক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের গণতন্ত্রের

দিকে। তাই যুদ্ধের পর যখন জার্মান বুর্জোয়ারা বিজয়ের স্বপ্নকে সামনে রেখে সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধবংস করছিল তখন মান গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেনযে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামেই হচ্ছে অবক্ষয়ের বিদ্ধে সংগ্রাম। তিনি যুদ্ধের পর জার্মান রেনেসাঁসের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই গণতন্ত্রের বীজ খুঁজে পান। তাঁর সামনে প্রধান কাজ হ'ল একদিকে জার্মানির অবক্ষয়ের বিদ্ধে খে দাঁড়ানো অপর দিকে জার্মান সংস্কৃতিকে পুনজ্জীবিত করা।

তিনি এক শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অবশ্য তিনি উপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেন নি। ছাত্র নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন ধারণা আবিষ্কার করবে। তিনি 'ম্যাজিক মাউন্টেন' লিখলেন। তাঁর পাঠকেরা গণতন্ত্রের সুপ্তধারণা নিজেদের মধ্যে খুঁজে পায় এবং তাকে বিকশিত করতে প্রয়াসী হয়। উপন্যাসটিতে দ্বন্দ্ব, আলো আধাঁরের, দিনরাত্রির, স্বাস্থ্য ও পীড়ার, জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বরূপে উপস্থিত হয়েছে। দ্বন্দ্বগুলির সার্থক শৈল্পিক রূপায়নই উপন্যাসটিকে এত বলিষ্ঠতা দান করছেন। উপন্যাসে প্রতিত্রিশীল ফ্যাসিবাদী গণতন্ত্র বিরোধী জেসুইট নাফতা বলেছে, অনেকটা জার্মান দার্শনিক নোভালিসের মতো, 'রোগ সত্যিই মানবিক। মানুষ হওয়া মানেই রোগভোগ করে। মানুষ মূলতরোগভোগকারী, তার অসুস্থ অবস্থা-ই তাকে মানুষ করেছে। যতবেশি সে রোগভোগকারী ততবেশি সে মানুষ, রোগের ক্ষমতা স্বাস্থ্যের ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি মানবিক।'

অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটালেও বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় না। শোপেনহাওয়ার ও নীটশের প্রভাব থেকে যায়। নায়ক হান্স কাসটর্প একদিকে শীলার উল্লেখিত ভাবপ্রবণ প্রতিভাধর ব্যক্তি, অপরদিকে সে নীটশে কথিত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। 'ম্যাজিক মাউন্টেন' এ মান সমকালীন জার্মানি তথা সমগ্র ইওরোপে যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব চলছিল তাকে বিবৃত করেছেন। এখানে তিনি সমগ্র ইওরোপীয় সমাজকে ক্ষুদ্র পরিসরে, সুইজারল্যাণ্ডের উচচ স্বাস্থ্যনিবাস দাভোসে স্থানান্তরিত করে তাঁর বিশ্লেষণকে গভীর ও সুস্পষ্ট করেছেন। মনে রাখা দরকার যে দাভোসের স্বাস্থ্যনিবাস সম্বন্ধেমানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর স্ত্রী যখন ১৯১২ সালে সেখানে ছয় মাসের জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন তখনতিনি মাঝে মাঝে সেখানে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে যেতেন। উপন্যাসে ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে অনেকবেশি আত্ম - সচেতন, অনেক বেশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন সময়কে তারা একমাত্র মনে করে, অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মগত সময়কেই তারা একমাত্র সময় মনে করে। বৃহৎ জীবনের আলোড়ন, সময় তথা সমাজের অগ্রগতি ও মানুষের জীবনের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধেহয় তারা উদাসীন আর না হয় তাকে অস্বীকার করে। লেখক সমতলভূমি তথা বৃহৎ জগতকে বার বার এনেছেন এবং সেইখানেই যে মানুষের মুক্তি তা বলেছেন।

।। তিন ।।

মান তাঁর ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব গণতন্ত্র না ফ্যাসিবাদ, জীবন না মৃত্যু, স্বাস্থ্য না অসুস্থতা --- এই বিতর্ককে টেনে এনেছেন এবং এই দ্বন্দ্বের সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সুইজারল্যাণ্ডের বিলাসবহুল স্বাস্থ্যনিবাসে দ্বন্দ্বগুলি চরিত্রগুলির দৈহিক, মানসিক ও আবেগময় জীবনের মধ্য দিয়ে উত্থিত হয়, কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব হিসাবে নয়। মান চরিত্র চিত্রায়নের খুঁটিনাটিকে পরিহার করেছেন, যদিও কাহিনী ও পরিবেশ সম্বন্ধেতাঁর উপলব্ধি অভ্রান্ত। এই স্বাস্থ্যনিবাসে আভ্যন্তরীন শূন্যতা, নৈতিক অস্থৈর্য সীমাহীন তবু এখানে কাসটর্পোর মতো সৎলোক বিরোধী চিন্তার ঘাত প্রতিঘাত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে জীবনের অর্থ খুঁজে পায় যা তার মতো লোকেরা ধনতন্ত্রের আওতায় দৈনন্দিন জীবনে পায় না। উপন্যাসে ইতালির গণতন্ত্রী ও মানবতাবাদী সেমেওব্রিনি আলো, জীবন ওস্বাস্থ্যের প্রতিনিধি, জেসুইট ইহুদি প্রাক্ ফ্যাসিবাদী দর্শনের মুখপাত্র নাফতা অন্ধকার ও মৃত্যুর প্রতীক। তাদের দ্বন্দ্বই উপন্যাসকে প্রাণবন্ত করে তোলে। কাসটর্প কোন দার্শনিক ও নৈতিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। সে কুহকময় পাহাড়ের সাধারণ জীবনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে না। শেষে নিজেকে বাঁচাবার জন্য, জীবনের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করার জন্য ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। সে বোঝে না যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ আর একটা লম্বা ছুটি। মান জার্মান জাতি তথা ইওরোপীয় চিন্তাধারার চৌমাথায় এসে হাজির হয়েছেন। একদিকে তিনি জার্মান বুর্জোয়ার সমর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছেন অপরদিকে তিনি গণতন্ত্র বিরোধী চিন্তার সমালোচনা করছেন। পরবর্তী উপন্যাস 'মারিও এণ্ড দ্য ম্যাজিসিয়ান' -এ রূপকের মাধ্যমে জার্মান জাতির এই সংকটকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন এবং তার দে

াদুল্যামনতার সমলোচনা করেছেন।
কাসটর্প একজন সাধারণ লোক নয়। সে একজন যুবক ইঞ্জিনিয়ার, তিন সপ্তাহের জন্য দাভোসের স্বাস্থ্যনিবাসে বেড়াতে এসে সেখানে সে সাত বছর থেকে গেল। সে একজন একাগ্রচিত্ত যুবক যে অদ্ভুত উপায়ে জীবনের শিক্ষাকে গ্রহণ করে। রোগগ্রস্ত ও মুমূর্ষু লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং মৃত্যু সম্বন্ধে বিরক্ত হয়ে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়। সে সেত্তেমব্রিনি - নাফতা বিতর্ক মনোযোগ দিয়ে শোনে। যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী সেত্তেমব্রিনি তার মনের কথা অনেক বেশি বলে। সেত্তেমব্রিনি মানুষ, নাফতা শয়তান। তবু সে সন্ত্রাসবাদী জেসুইট, ইনকুইজিশানের সমর্থক ক্ষুদ্র মানুষ নাফতার দিকে আকৃষ্ট হয়। কারণ, যখন সে সমতলভূমির নিষ্ঠুরতা নির্দয়তার কথা চিন্তা করে, যে সমতলভূমিতে ধনী না হলে জীবন দুর্বিষহ, যেখানে জীবনকে দূর থেকে দেখলে শরীর কেঁপে ওঠে, তখন সেত্তেমব্রিনি তারচিন্তাকে পরগাছার উপযুক্ত ভাবালুতা বলে উড়িয়ে দেয়। সেত্তেমব্রিনি আত্ম - সমালোচনা করে না। তার প্রগতির ধারণা বিমূর্ত, সে ধনতন্ত্রকে অন্ধভাবে সমর্থন করে। তাই কাসটর্প ক্যাথলিক নাফতার প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্রবিরোধী চিন্তার দিকে আকৃষ্ট হয়। সে নীটশের মানুষের মতো ব্যক্তিগত জীবনে উচচাকাঙ্খাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করতে চায়। অথচ সে দেখে পারিপার্শ্বিক জীবন অন্তঃসারশূন্য, সে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে তার ব্যক্তিত্ব হয় পঙ্গু। এক মন এক প্রাণ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। মানের সঠিক নায়কের অনুসন্ধান কাসটর্পের চিত্রায়ণে শেষ হয় না, তার দেখা শেষ বিচারে দুঃখবাদের ভাণ্ডার নয়।

।। চার ।।

জার্মানিতে যখন হিটলারের দাপট তখন টমাস মান আমেরিকায় বসে ১৯৩৬ সালে 'লট ইন ভাইমার' লেখেন। সেখানে তিনি বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব কবি গ্যয়টে - কে চিত্রন করে জার্মান রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে তুলে ধরেন। মানবতাবাদী গ্যয়টে - কে অঙ্কন করেছিলেন অতীতের প্রতি দুর্বলতার জন্য নয়, ভবিষ্যতের দিকে পথ নির্দেশ করার জন্য। জার্মানির জীবন ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি স্থাপনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন রক্ষণশীল সংস্কৃতিধারণার সঙ্গে বিপ্লবী সামাজিক চিন্তার মৈত্রী বন্ধন অত্যন্ত জরি। তিনি বলেছেন গ্রীস ও মস্কোর মধ্যে বোঝাপড়া একান্ত প্রয়োজন কারণ জার্মান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীই বহন করতে পারে। কিন্তু এই ঐতিহ্য তঁার সময় জার্মানিতে কতটুকু বেঁচে ছিল এবং কতটুকু শ্রমিকশ্রেণী গ্রহণ করতে পারত সে সম্বন্ধে মান কিছু বলেন নি।

'ম্যাজিক মাউন্টেন' উপন্যাসে লেখক ঘটনাকে যান্ত্রিক ঐতিহাসিক সময় থেকে দূরে সরিয়ে রেখে একদিকে উপন্যাসটিকে কালজয়ী শিল্পের মধ্যে স্থাপন দিয়েছেন এবং উপন্যাসকে প্রতীকী মূল্য দিয়েছেন। অপর দিকে নিজেকে ঘটনার বাইরে রেখে গল্প ও চরিত্রের উপর ব্যঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য করতে পেরেছেন। দৈনন্দিন জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে পাহাড় কুহকময় হয়ে উঠেছে। আর উপন্যাসটিও দৈনন্দিন জীবনের সময়ের গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাদুময় হয়ে উঠেছে। পাপ ও কণার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি ভালোবাসা অর্জন উপন্যাসটির কেন্দ্রস্থলে আছে এবং এই বিষয়টিই মানের পরবর্তী অনেক উপন্যাসের উপজীব্য। কাসটর্প পাপ ও মৃত্যুর পথ দিয়ে ভুল করে যেতে যেতে মহত্বের সন্ধান পায়। অতি শৈশবে মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ে পরে মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। অতীতে নৈতিক দিক থেকে দুঃসাহসী অভিযানের দিকে তার প্রবণতা ছিল। জীবনকে জানার জন্য প্রথম জীবনেসে জীববিজ্ঞানের বই পড়ে। কিন্তু কোনো সদুত্তর পায় না। পরবর্তীকালে দাভোসে তুষার ঝড়ের মধ্যে দুঃসাহসী অভিযান ও ক্ষুধা , তৃষ্ণা ও ক্লান্তি, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তার অন্তর্দৃষ্টিকে গভীর করে। সে বুঝতে পারে যে সে একজনস্বতন্ত্র ব্যক্তি, আর পাঁচজন থেকে পৃথক। সে বের্ঘফ পরিবারের অন্যান্য সদস্য সেত্তেমব্রিনি, নাফতা, ডাক্তার বেহরেন্স, ত্রোকোয়স্কি সকালের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে। কিন্তু কাউকেই পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে না। তার প্রেমিকা ক্লাভডিয়া খোখাট থেকেও সে পৃথক, কারণ সে অনুসন্ধিৎসু, মৃত্যু ও রোগের অভিজ্ঞতা তার কাছে জীবনকে জানার উপায় মাত্র। ক্লাভডিয়ার সঙ্গে তার প্রেম ছিল ইন্দ্রিয়বেদ্য। ক্লাভডিয়া যখন মীনহীর পীপারকর্ণের সঙ্গে ফিরে আসে তখন সে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে না, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করে। পীপারকর্ণের আত্মহত্যার পর সে তার চারিদিকে তাকায়, "সে তার চতুর্দিকে এক রহস্যময় অশুভকে লক্ষ করে। সে বুঝতে পারে সে কি দেখেছে ... সময়হীন উদ্বেগ বা আশাহীন অধঃপতিত জীবন, বেদনাদায়ক, বিকাশহীনতা, মৃতের মতো জীবন।" যুদ্ধেরসমতলের বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে। সামাজিক ধবংসের চিন্তা তাকে ভীত করে। তার অস্পষ্ট চিন্তাকে স্পষ্ট করতে

চেষ্টা করে। সঙ্গীতের প্রেমের ক্ষমতা তাকে অনুপ্রাণিত করে। মৃত্যুর জগৎ থেকে প্রত্যাহৃত জ্ঞাতিভাই জোয়াখিমের মুখোমুখি হয়ে নিজের পাপ সম্বন্ধে সচেতন হয়।

শেষ মুহূর্তে যখন তার মোহভঙ্গ হয় তখন সে সঠিক পরিপ্রেক্ষিত গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্যনিবাসের বাসিন্দাদের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। তার শিক্ষাগুরু সেত্তেমব্রিনি মনে করে এটা তার দেশপ্রেমের প্রকাশ। আসলে সে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে অংশগ্রহণ করে না, একজন অনুতপ্ত পাপী হিসাবে যুদ্ধের সময় উপযুক্ত পরিস্থিতি পেয়ে চলে যায়। শেষে যখন সে মুক্তি ও কণার স্পর্শ পায় তখনই উপন্যাস শেষ হয়।

।। পাঁচ ।।

মান 'ম্যাজিক মাউন্টেন' কে জার্মান 'বিলুডং সরোমান' (জীবনকাহিনী মূলক উপন্যাস)-এর প্যারডি (ব্যধগ রচনা) মনে করতেন। সমস্ত উপন্যাসে গুত্বপূর্ণ, গম্ভীর বৌদ্ধিক ও অধিবিদ্যক সবকিছুই ব্যঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক রূপে উপস্থিত হয়েছে। উপন্যাসে জমকালো ঘটনার বর্ণনা না দিয়ে শোপেনহাওয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী ছোট ঘটনাকে গভীর অর্থবাহী করে তুলেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ ও শ্লেষের ব্যবহার বিদ্রুপ করার বা অবজ্ঞা করার উপায় না হয়ে নৈর্ব্যক্তিকতা, প্রশান্তি ও নৈতিকবোধ আয়ত্ত করার উপায় হয়েছে। উৎসবের (কার্নিভ্যালের) রাত্রিতে কাসটর্পের ক্লাভডিয়ায় প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ গুগম্ভীর ভাবের সঙ্গে কৌতুকের সংমিশ্রণের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাসটর্প অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা থেকে শব্দ চয়ন করে ফরাসী ভাষায় তার প্রেম নিবেদন করে। সমগ্র ব্যাপারটি হাস্যকর হয়ে ওঠে। ক্লাভডিয়ার একস্‌রে ছবির প্রতি তার অনুরাগ কৌতুকপ্রদভাবে উপস্থিত হয়েছে। কফিনের ভেতর মৃতদেহ দেখলেই তার শ্রদ্ধাপ্রকাশ ততক্ষনই হাস্যোদ্দীপক যতখানি হাস্যোদ্দীপক তার নিজের চেয়ে হাতের একস্‌রে ছবির প্রতি ভালোবাসা। স্বাস্থ্যনিবাসে লোকগুলি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে ভিতরের কলুষতাকে গোপন করার জন্য। পাশের ঘরের শ দম্পতির পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ এতই উচচনিনাদী যে কাসটর্প লজ্জা পায়। ডাক্তার বেহরেন্স যে পাত্র থেকে কফি ঢালে সেই পাত্রে পুষাঙ্গের চিত্র খোদিত। ক্লাভডিয়ার কাছে প্রতিদিন গ্রাম থেকে এক শ যুবক দেখা করতে আসে যতদিন না পীপারকর্ণ তার অনিয়মিত যৌনজীবনের দায়িত্ব নেয়। সবচেয়ে মজার চরিত্র ফ্রাওস্টোয়েয়, যে শেরিডনের 'দ্য রাইভ্যাসল' নাটকের মিসেস ম্যালাপ্রপের জার্মান সংস্করণ। কাসটর্প রোগ ও মৃত্যুকে প্রথম থেকেই গুত্ব সহকারে দেখে, কিন্তু কিছুদিন পর স্বাস্থ্যনিবাসের প্রতিদিনের ত্রিয়াকলাপ মনে হয় অর্থহীন। কারণ রোগীরা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ও অস্ভাবাবিকের পার্থক্য ভুলে যায়। প্রতিদিনের একঘেয়ে টিন, একই ধরণের আচরণ, কথাবার্তা প্রেমের গল্প হাস্যকর মনে হয়। মানের পরবর্তী নায়কেরা 'ম্যাজিক মাউন্টেন' -এর নায়কের মতোই একনিষ্ঠ। কিন্তু এই সমস্ত নায়কেরা - জোসেফ, গ্রেগর, আদ্রিয়ান, ত্রুল - জীবনকে অভিনয় মনে করেছে, যেখানে কাসটর্প আগাগোড়া চিন্তাশীল ও ঐকান্তক। জীবন তার কাছে উপভোগের বস্তু নয়। সে সত্যের জন্য অনুসন্ধিৎসা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যায়। কাসটর্প এই দিক থেকে জোসেফ, আদ্রিয়ান, লিভারকুয়েহন ও গ্রেগরের পূর্বসূরী।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com